রমণী-হৃদয়, নরকের সত্য ছায়াছবি, জান না ?

পূত।—কেন হেন অন্যায় সন্দেহ ?

দেবতার নামে প্রভু দিব্য কোরে বলি,

সখী মোর তোমারই অধিনী।

( ভদ্রশীল ও সিদ্ধিনাথের প্রবেশ )

ভদ্র।—সেনাপতি !

রাজার আদেশ-লিপি সহ,

এসেছি ভেটিতে হেতা, এই ধর লিপি।

( পত্র দান ও পাঠ )

( ইন্দিরার প্রবেশ )

ইন্দি !—কাকা, কতক্ষণ এসেছ এখানে ?

পিতা মোর আছেন কুশলে ?

আর আর পুরবাসী যত,

আছে সবে আনন্দে কৌতুকে ?

ভদ্র। হাঁ মা, রাজ্যের কুশল।

পিতা তব, হেরিতে তোমার মুখ,

দিন রাত-পথ পানে আছেন চাহিয়া ;

তোদের লইতে আমি এসেছি হেতায়।

চৈতক-শাসন ভার রণবীরে দিয়ে,
গমনের আয়োজন কর ত্বরা করি।

ইন্দি।—বড়ই সুখের কথা।

বিশ্ব।—তুমি থাক চৈতকের কর্ত্রীরূপে মনের উল্লাসে।

ভদ্র।—একি কথা বিশ্বজীৎ?
পত্রে মন, শুন নাই বুঝি স্থিরকর্ণে,
আমাদের কথোপকথন?

ইন্দি।—হায় তাতঃ! বিধি মোরে বড় প্রতিকূল,
স্বামী মোরে বাম।

বিশ্ব।—কুলটার মুখে এই স্বামী সম্বোধন,
লজ্জা আসে শুনিতে শ্রবণে।

ইন্দি।—প্রাণাধিক্! কেন আর অপমান,
কেন এ লাঞ্ছনা, কেন দাও মনস্তাপ অন্যায় বিচারে?

বিশ্ব।—হুঁ।—

ভদ্র।—একি কথা বিশ্বজিৎ! কেন এ সন্দেহ?
কে সাজালে সন্দেহের চিতা বৎস,
প্রেমময় তোমার হৃদয়ে?
প্রণয়-কানন মাঝে ছিলে দোঁহে সুখে,
কে জ্বালিল দাবানল পুড়াতে সুখ-কানন

সুখময় প্রণয়ের ছায়াময় পাদপ সহিতে ?

বিশ্ব।—ভদ্রশীল !

তুমি কি জানিবে বল, বিষমাখা রমণীর পাষাণ-হৃদয় ?

সিদ্ধি।—রমণী-চরিত্র-কথা দেবতার অজ্ঞেয় অজ্ঞাত।

ইন্দি।—প্রাণেশ্বর !

যদি কভু স্বপ্নেও ভাবিয়া থাকি অন্য কথা অন্য ভাব,
অন্য রূপ গুণ ;
অন্তর্যামী করুণ বঞ্চিত মোরে তোমার প্রণয়ে।

( রোদন )

বিশ্ব।—থাক্, কাজ নাই বিলাপে রোদনে ;
ভাল জানি রমণীর মায়া।
যাও, দূরে যাও,
বিপদ ঘটাও কেন আপন ইচ্ছায়, সাধে সাধে ?
যাও কাকা, ত্বরা লয়ে যাও,
সতীর প্রতিমা এই, রমণী-রতনে !
হেরিলে উহার মুখ,
পুড়ে যায় হিয়া মোর সন্তাপ-আগুনে ?

ইন্দি।—ঈশ্বর ! তুমি সাক্ষী !

[ প্রস্থান

বিশ্ব।—যাও ভদ্রশীল,
বিশ্রাম করগে যাও প্রাসাদ ভিতরে।

[ উভয় দিক দিয়া উভয়ের প্রস্থান।

সিদ্ধি।—এ আগুণ কে জ্বালিল ?
আমি—আমি—আমি!—(করতালী দান )

( প্রস্থানোদ্যোগ, সম্মুখে জীতাজীৎ )

জীত।—অনেক অনুসন্ধান, গোপনে অবস্থান,
তার পর তোমার দর্শনলাভ।
আর কতদিন ভাই এ দুরাশা করিব বহন ?

সিদ্ধি।—তাড়াতাড়ি নয়, তাড়াতাড়ি নয়,
আর বড় বিলম্ব নাই।
চল যাই আমার শিবিরে,
সব কথা বলিব সেখানে।

[ উভয়ের প্রস্থান।

## তৃতীয় দৃশ্য।

চৈতক—অরণ্যপথ।

( Astreet—*Sheak* )

তরবারী হস্তে সিদ্ধিনাথ।

সিদ্ধি।—প্রতিহিংসা, —স্বার্থসিদ্ধি, শত্রুর নিপাত ;
এক দিনে—এক ক্ষেত্রে—এক যোগে করিব সাধন।
রণবীর ! উন্নতি-পথের তুমি কণ্টক আমার,
সে কণ্টক করিব নির্মূল আজি ;
আজি তব জীবনের শেষ।
জীতাজীৎ ! বুঝেছ কৌশল, জেনেছ সকল ;
জানি আমি, প্রতিফল দিবে সুনিশ্চয় ;
কিন্তু জেনে রাখ, আজ তব জীবনের শেষ।
বিশ্বজীৎ ! ভালবাস যারে,
যার তরে উচ্চপদে করেছ বঞ্চিত মোরে,

হৃদয় করেছ মোর ঘোর মরুভূমি ;
জেনে রাখ, আজ তার প্রতিশোধ দিন।
যে জ্বালা দিয়েছ মোরে তুমি,
শতগুণে করেছি তোমারে জ্বালাতন ;
আজ তার পূর্ণাহুতি, আজ তব জীবনের শেষ।
বল, বুদ্ধি, কৌশল বিক্রম,
বিষম পরীক্ষা আজি তোমায় আমায়।

( জীতাজীতের প্রবেশ )

সিদ্ধি।—এস ভাই, ক্ষত্রকুলে জন্ম তব ;
বীরের সন্তান তুমি, বীর অবতার ;
ধর, লও অসি, কর নিজে আপনার পথ পরিষ্কার।
এখনি আসিবে দুষ্ট প্রেমের পাগল বিশ্বজীৎ,
শাস্তি দিতে প্রেমচোর-রণবীরে গোপনে কাননে ;
অলক্ষ্যে নাশিবে তারে।
দৃঢ় করি মন, থাক সাবধানে।

[ দূরে প্রস্থান।

সিদ্ধি।—( সানন্দে ) যে প্রকারে হোক,
কার্য্যসিদ্ধি সুনিশ্চয়।

রণবীর মারুক ইহারে,
নাহি পারে যদি, রণবীর মরিবে ইহার হাতে ;
দুদিকেই তুল্য লাভ মোর।
বহুরত্ন ইন্দিরারে দিতে, জীতাজীৎ দিয়াছে আমায়,
সে সব কার ?—আমার—আমার।
লুকাইয়া থাকি, দেখি, কি বা হয় শেষে।

[ প্রস্থান।

( রণবীরের প্রবেশ )

রণ।—কোথা মোর প্রাণের পুতলি নগবালা,
কোথা সিদ্ধিনাথ ?

( জীতাজীতের প্রবেশ )

জীত।—পামর !
যার তরে এত কষ্ট, এত দুঃখ, এত মনস্তাপ ;
ধর্ তার যোগ্য প্রতিফল। ( আঘাতোদ্যম )

রণ।—কে তুই পামর, গুপ্তশত্রু, এই ধর্—(আঘাত)

জীত।—আঃ—পাপা—( পতন )

( গোপনে সিদ্ধিনাথের প্রবেশ ও রণবীরের পদে আঘাত ও পলায়ন )

রণ।—ওঃ—কে তুই পামর,

গোপনে করিলি দুষ্ট শত্রুতা সাধন ?
কে কোথায় আছ, রক্ষা কর অভাগার প্রাণ !

( বিশ্বজীতের দূরে প্রবেশ )

বিশ্ব।—হুঁ—পাপাত্মা রণবীরের স্বর ;
সিদ্ধিনাথ যথার্থই আমার বান্ধব।
পাপিয়সি ! দেখে যা দেখে যা,
সাধের প্রণয়ী তোর ধুলায় লুটায় !
দেখে যারে পিশাচিনি,
এই তার সুখ-শয্যা—এই তার সত্য-পরিণাম।

[ প্রস্থান।

রণ।—কে কোথায় আছ, প্রাণ যায় ;
কোথা পথ, কোথা পাই পরিত্রাণ !

জীত।—পামর !
গোপনে করিলি দুষ্ট কেন অত্যাচার !

রণ।—আঃ—প্রাণ যায় ! তৃষ্ণা—জল !

( রক্ষীদ্বয়ের প্রবেশ )

১ম রক্ষী।—কোথায় এ ক্রন্দনের রোল ?

২য় রক্ষী।—তাই ত ! ঐ যে, কে আলো নিয়ে এই দিকেই আস্‌ছে না ?

( আলোক লইয়া সিদ্ধিনাথের প্রবেশ )

সিদ্ধি।—কোথায় কে আর্ত্তনাদ কোচ্চে না ?

১ম রক্ষী।—তা ত বুঝতে পাচ্চি না মশায়, ঐ দিকেই হবে বোধ হয়।

রণ।—এদিকে, এদিকে এস,—ঈশ্বরের দোহাই, রক্ষা কর।

( রক্ষীদ্বয় ও সিদ্ধিনাথের সেই দিকে গমন )

১ম রক্ষী।—কে এ ? আমাদের দ্বিতীয় সেনাপতি না ?

রণ।—কে, সিদ্ধিনাথ ? দেখ সিদ্ধিনাথ, কোন্ পাপাত্মা গোপনে—আমাকে আঘাত কোরেছে। রক্ষা কর, বড় তৃষ্ণা—প্রাণ যায় !

সিদ্ধি।—রণবীর, কোন্ পাপাত্মার এ কাজ ? তোমাকে আঘাত ? উঃ—অসহ্য যাতনা !

জানেনা সে পাপাত্মা পামর, কে তুমি ? ( রক্ষীদ্বয়ের প্রতি ) এস, সিবিরে নিয়ে যাই !

( অদূরে )

জীতা। ওঃ—কে তোমরা ? রক্ষা কর—

এদিকে এস।

রণ।—ঐ সেই পাপাত্মা।

সিদ্ধি।—দুরাচার! নরকের কীট!

(জীতাজীৎকে আঘাত)

জীত।—কি দুরাচার,—পশু, আমাকে আঘাত?

সিদ্ধি।—রক্ষিগণ। কি দেখ্‌ছো তোমরা?
সেনাধ্যক্ষকে হত্যাচেষ্টা,
এখনো তোমরা নীরব?
বাঁধ—কাট—হত্যা কর।

(রক্ষিগণ কর্ত্তৃক আঘাত)

সিদ্ধি।—থাক্, দুরাচার উচিত ফল পেয়েছে।
অরণ্য জন্তুর উদরে পাপীর পাপজীবন বিশ্রাম করুক।
চল নিয়ে যাই, শুশ্রূষা করি, প্রাণে বাঁচাই!

(সকলে ধরাধরি করিয়া রণবীরকে লইয়া প্রস্থান)

## চতুর্থ দৃশ্য।

চৈতক—সমুদ্র-তীর।

বালসূর্য্য সমুদিত প্রায়।

### যোগিনীবেশে নগবালা।

কানাড়া—ঠেকা।

কি জানি কেন এমন মন প্রাণ উচাটন।
হৃদয়-কানন কেন হেরি শ্মশান সমান॥
কোকিলা প্রভাতি গায়, শিশু-ভানু দেখা যায়,
প্রাণ করে হায় হায়, কেন কিসেরি কারণ॥
অনন্ত নিরাশা মাঝে, আশার মূরতি রাজে,
পুনঃ নিরাশার সাজে, শূন্যেতে মিশায়;—
প্রাণের বিনোদ-বীণা, রাজেনা আর তারে বিনা,
সুষুপ্তি চেতনাহীনা, অঘোরে ঘুমায়;—
বিরামে ঘুমন্ত সুখ, শায়িত নমিত মুখ,
পাষাণে পাষাণ বুক, কাঁদে কেন নিশিদিন।

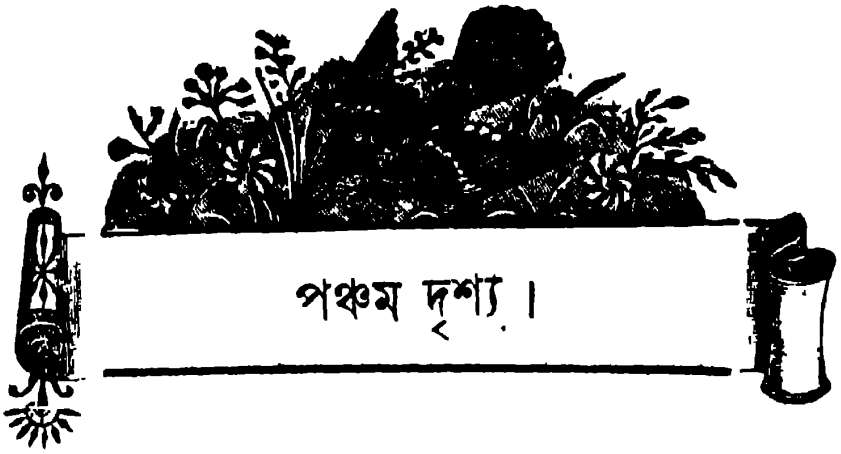

## পঞ্চম দৃশ্য।

চৈতক-প্রাসাদ।

( ইন্দিরার শয়নকক্ষ )

( A Bed-chamber. *Sheak.* )

( ইন্দিরা নিদ্রিত—বর্ত্তিকা প্রজ্বলিত )

( বিশ্বজীতের প্রবেশ )

বিশ্ব। ( স্বগত ) এই তার কারণ!
মোহ-মায়া-ভালবাসা,
কর্ত্তব্যের পথে যেন কণ্টক-প্রাচীর!
এখনিই যার প্রাণ উড়ে যাবে হৃদয়-পিঞ্জর ছাড়ি
চির দিন-তরে,
তার প্রতি মায়া?—তার প্রতি ভালবাসা?

প্রণয়ের মোহ ?

কেন ? কিসের কারণে ?

( তরবারি নিষ্কাষণ ও ক্ষণপরে )

ছিল, এক দিন ছিল ;

এই দেহে, শোণিতের প্রতি বিন্দুমাঝে,

প্রতিবিম্বে ছিল ঐরূপ ;

কিন্তু এখন ? উঃ—স্মরণেও অসহ্য যাতনা।

কাজ নাই আর,

সুপ্ত-মায়া মোহ-তন্দ্রা প্রণয়ের আবেশে জাগায়ে !

( ক্ষণপরে )

প্রাণেশ্বরি ! হৃদয়ের দেবী তুমি,

কেন দিলে তাপ, কেন এ সন্তাপে দগ্ধ হৃদয় আমার ?

( চুম্বন )

কেন এ কলঙ্ক-কালি মাখিলে বদনে।

কেন এ প্রাণের জ্বালা, কেন এ যন্ত্রণা ?

( ক্ষণ বিরামে )

ইচ্ছাময় ! টলাও বিশ্বাস,

একবার কর দৈববাণী "ইন্দিরা-কুলটা নয়,"

সে বিশ্বাসে ধরিয়া হৃদয়ে,

পাসরি এ দুর্ণিবার প্রাণের যাতনা !
উঠিতেছ ? উঠ।

ইন্দি। কে, প্রাণেশ্বর !
ওকি ও ! কেন তব বদন-মলিন ?
এস নাথ, করি পদসেবা,
সুখে নিদ্রা যাও প্রাণনাথ।

বিশ্ব।—ইন্দিরা,
শয়ন সময়ে তুমি নিত্য ডাক অনাথ-তারণে ?

ইন্দি।—যাঁর কৃপা বলে নাথ সম্মীলন তোমায় আমায়,
তাঁর নাম বিস্মৃতির নয়।

বিশ্ব।—এ জীবনে ক'রে থাক যদি কভু,
জ্ঞানে বা অজ্ঞানে পাপ ;
মুক্তিলাভ তরে কর আত্ম-নিবেদন তাঁহার চরণে।

ইন্দি।—একি কথা ! কেন নাথ ভাবান্তর তব ?

বিশ্ব।—আমার কথা রাখ, প্রার্থনা কর।

ইন্দি।—তবে কি নাথ তুমি আমাকে হত্যা
কোর্ব্বে ?
কেন প্রাণেশ্বর, আমার কি অপরাধ ?

বিশ্ব।—অপরাধের বিচারকর্ত্তা ভগবান।

কুলটার প্রতি, ঈশ্বর যে কেমন সদয়,
অল্পক্ষণ পরেই তার প্রমাণ দেখ্‌বে।

ইন্দি।—কেন প্রাণেশ্বর! নারাধমে কেন তুমি
পাপ সঞ্চয় কোর্ব্বে? কেন নাথ তোমার এ প্রবৃত্তি!
চক্ষু রক্তবর্ণ, ঘনঘন দীর্ঘশ্বাস, ক্ষমা কর নাথ,
আমি নির্দ্দোষী।

বিশ্ব।—তুমি রাক্ষসী! হৃদয়ের দিকে চাও, আত্মপাপ
স্মরণ কর, অনুতাপ কর।

ইন্দি।—হৃদয়ে কেবল তুমি,
স্মৃতিতে তোমারই ভালবাসা।

বিশ্ব।—সে বিশ্বাসে বিশ্বাস যে করে, বাতুল সে জন।

ইন্দি।—জীবন আমার তুচ্ছ!
তুমি আমাকে যখন সন্দেহ করেছ,
সে সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য আমি জীবন দিতে কাতর নই,
কিন্তু বল প্রিয়তম, এ সন্দেহের কারণ কি?

বিশ্ব।—আমার ভালবাসার নিদর্শন কোথায়?

ইন্দি।—ঈশ্বরের দিব্য, আমি তার কিছুই ত জানি না!

বিশ্ব।—জান না? জানার আবশ্যকই বা কি?
শোন্ ইন্দিরা,

আর অধিক সময় নাই, এখনো স্বীকার কর।
ছি ছি, পাপিণি! এ হৃদয় তোরই জন্য পাষাণ হয়ে গেছে,
সেই আত্মদানের প্রমাণস্বরূপ
আমি আজ নারীহত্যায় উদ্যত।

ইন্দি।—জীবনসর্ব্বস্ব!
এক দিন আমাকে ইহসংসারে থাকতে দাও।
আমি কালই তার প্রমাণ দিয়ে তোমার এ বিষম সন্দেহের কুয়াশা দূর কর্ব্বো।

বিশ্ব।—না, এখনি তার প্রতিফল দিব।

ইন্দি।—একটু অপেক্ষা,

বিশ্ব।—না, তাও না। যে পাপিনী আমার হৃদয়ে তুষাণলের সৃষ্টি কোরেছে, এক দণ্ডও তার জীবন থাকার নয়।
এই জীবনের প্রতিদান—প্রণয়ের পরিণাম,
ভালবাসার প্রমাণ, এই—এই গ্রহণ কর্।

(অসির আঘাত)

(নেপথ্যে পূতনা)

এ কি! দরজা খোল! হত্যা—হত্যা! সেনাপতি!
প্রভু!

বিশ্ব।—(স্বগত) কে ? কার শব্দ ? পূতনা ? রণবীরের মৃত্যুসংবাদ দিতে এসেছে বুঝি!

( ইন্দিরার প্রতি ) রাক্ষসি ! সয়তানি !

যাও, চলে যাও অনন্তের সীমাহীন পথে !

( নেপথ্যে )

পূত।—সেনাপতি ! দরজা খোল, হত্যা—হত্যা—

বিশ্ব।—বোল্‌তে এসেছে। আমার স্ত্রীকে সংবাদ—স্ত্রী ?—আমার স্ত্রী ?—কার স্ত্রী ? আমার স্ত্রী নাই ! জগৎ মহাপ্রলয়ে ডুবে যাক্, আমার কি ? চন্দসূর্য্য গ্রহগণ পরস্পর ঘাত প্রতিঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হোক, আমার কি ?

( দরজা উন্মুক্ত করিয়া পূতনার প্রবেশ )

পূতা।—সেনাপতি !

মহাবিপদ ! রণবীর জীতাজীতকে হত্যা কোরেছে!

বিশ্ব।—রণবীর হত্যা হয় নাই ?

পূত।—না, রণবীর আহত, জীতাজীৎ হত হয়েছে।

বিশ্ব। হয় নাই ; পাপীর পাপপ্রাণ এখন ও তবে বাতাসে মিশে যায় নাই ?

( ইন্দিরার যন্ত্রণাজনক চীৎকার )

পূত।—এ কিসের শব্দ? একি এ! রক্তে যে শয্যা প্লাবিত? সখী নাই! ইন্দিরা নাই! সেনাপতি, হত্যা কোরেছ তুমি? নৃশংস! পাষাণ! ধন্যকীর্ত্তি কীর্ত্তিমান তুমি!

বিশ্ব।—( বিকটহাস্যে ) প্রেমের এ পরিণাম। পারিতের জ্বলন্ত নিশান।

পূত।—সখি! ইন্দিরা! আমরাই কি তোমার এ মৃত্যুর কারণ? কথা কও সখী, পাপিনীর প্রাণ যাতনায় যায় যে!

ইন্দি।—নির্দ্দোষে—আজ আমি—দোষী নই—আঃ—প্রাণ যায়!

পূত।—বল, বল সখী, কে তোমাকে হত্যা কোরেছে? কে তোমার এ দুর্গতির—এ নির্দ্দোষ মৃত্যুর কারণ?

ইন্দি।—কেহ নয়, কেহ নয়—আমি স্বয়ং।

সখি:—পূতনা! আমার স্বামীকে বোলো, আমি নির্দ্দোষী! আর ত সময় নাই! শরীর অবসন্ন—আসি তবে। প্রাণেশ্বর! জন্মশোধ—তোমায় আমায় আজ জন্মশোধ বিদায়—চির—বিদায়!

(মৃত্যু)

বিশ্ব।—কে এ হত্যাকারী ? ইন্দিরা স্বয়ং।

পূত।—ইন্দিরার কথা তাই, কিন্তু আমি সত্য কথা গোপন রাখবো না।

বিশ্ব।—যাও পাপিনি ; অধঃপাতে যাও, আমিই এ হত্যা স্বয়ং করেছি।

পূত।—তা ত কর্ব্বেই। ইন্দিরা স্বর্গের দেবী, তুমি অন্ধকার-নরকের হেয় পিশাচ।

বিশ্ব।—ইন্দিরা কুলটা, তোমার স্বামী তার সাক্ষী। রণবীরের গুপ্তপ্রণয়ের প্রতিকার, এই হত্যা !

পূতা !—আমার স্বামী এর সাক্ষী !
পাপী সে ; তার সংসর্গে আমিও পাপিনী !
ইন্দিরা সাধ্বী।
জগতের সম্মুখে—চন্দ্রসূর্য্য সাক্ষি করে বলি,
ইন্দিরা সাধ্বী—ইন্দিরা সতী।

( সিদ্ধিনাথের প্রবেশ )

পূত।—তুমি সাক্ষী ? ইন্দিরা কুলটা, ইন্দিরা রণবীরের সহিত ভ্রষ্টা, তুমি তার সাক্ষী ?

সিদ্ধি।—আমার বিশ্বাস ত তাই।

পূত।—তুমিই তবে এ হত্যার কারণ। পাপী তুমি, মিথ্যাবাদী তুমি, প্রবঞ্চক তুমি। চেয়ে দেখ, সখী আমার মৃত্যু শয্যায়, রক্তাক্ত কলেবরে সখী আমার মৃত্যু শয্যায়!

সিদ্ধি।—তোমার এ সব কি কাণ্ড? নীরব হও।

পূত।—না, আমার আবার নীরব কি? আমি জগতের সম্মুখে বলি, ইন্দিরা নির্দ্দোষী! জগতের সম্মুখে বলি, ইন্দিরার হত্যার কারণই তুমি।

( ভদ্রশীলের প্রবেশ )

ভদ্র।—এ কি! হত্যা! ইন্দিরা নাই! একি মা, কেন তোর এ দশা? এ সংসারে কে এমন নৃশংস, কে এমন পাষাণ, কে এমন নির্দ্দয় আছে যে, তোর অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করেছে?

পূত।—এই দুই রাক্ষস—এই দুই নরপশু।

সিদ্ধি।—পূতনা! যাও, গৃহে যাও; আমার আজ্ঞা পালন কর।

পূত।—তোমার আজ্ঞা? তোমার আবার আজ্ঞা কি? যতদিন করেছি, সেই বিস্তর; আর না।

সিদ্ধি।—( ধাক্কা দিয়া ) যাও, দূর হও।

ভদ্র।—এই তার পরিচয়! বিশ্বজীৎ, নারীহত্যা করেছে তুমি? ধিক্, মনুষ্য নামে ধিক্!

পূত।—শোন বিশ্বজীৎ! শোন সেনাপতি! অতি মূর্খ তুমি! যে রুমাল তোমার সন্দেহের কারণ, আমিই তা পাই। এই দুরাচার সিদ্ধিনাথ কতদিন আমাকে চুরী ক'রে আন্‌তে অনুরোধ কোরেছিল। আমি কুড়িয়ে পেয়ে ওকেই দিই। রণবীর আপন ঘরে ঐ রুমাল কুড়িয়ে পান। এই নির্দ্দয়ই—এই পাষাণই—এই হৃদয়হীনই—তাঁর ঘরে গোপনে ঐ রুমাল ফেলে দেয়। তখন যদি জান্‌তে পেতেম, নৃশংসের মনে এমন নারীহত্যার ফাঁদ পাতা আছে; তা হলে কি এ অনর্থ ঘটে! সেনাপতি! একি কোরেছ, একি কোল্লে?

সিদ্ধি।—পাপিনি, দূর হ—

[ পূতনাকে ধাক্কা দিতে দিতে স্বয়ংও অন্তর্দ্ধান ]

বিশ্ব।—( দীর্ঘ নিশ্বাস ) মেঘ! তুমি বজ্রহীন! হা ধিক্!—

( উপবেশন )

## ( পূতনার পুনঃ প্রবেশ )

পূত।—কোথা যাব! কোথা স্থান! কিসে পরিত্রাণ!

পাপিনী আমি ; যে আগুণ জ্বেলেছি, সেই আগুণে দগ্ধ হই। ইন্দিরা! সখি! চিরদিন আমি তোমার সহসঙ্গিনী. তুমি একা যাবে কেন? সে যে অনেক পথ!—চল. চল সখী ; আমি তোমার সঙ্গে যাই। শোন বিশ্বজিৎ। ইন্দিরা নির্দ্দোষী। তোমাব প্রেম—তোমাব ভালবাসা—তোমার প্রণয় ভিন্ন ইন্দিরা আর কিছুই জান্‌তো না। সখি. চল চল—

(পার্শ্বস্থ ছুরিকা লইয়া ইন্দিবার পার্শ্বে পতন)

ভদ্র।—হত্যাকারী তুমি সেনাপতি,
রাজার শাসনে বন্দী তুমি ;
বন্দিভাবে থাক এই গৃহে।

(প্রস্থান)

বিশ্ব।—(একাকী) এই ঘরে আরও আছে। অজয়-নগর জয়ে এই তীক্ষ্ণধার—সুন্দর কৃপাণ পেয়েছি! এই যে ; এই যোগ্য অস্ত্র।

শান্তিরক্ষক ও কারারক্ষক লইয়া
ভদ্রশীলের প্রবেশ।

ভদ্র।—সেনাপতি! আত্মহত্যা কোরো না। আর কেন পাপ বৃদ্ধি কর?

বিশ্ব।—যে আপনার হৃদ্‌পিণ্ড ছিন্ন কোত্তে পারে, তার আবার পাপ? আপনার জীবন অপেক্ষাও প্রিয়-তমা যে স্ত্রী, যে সেই স্ত্রীকে হত্যা কত্তে পারে, তার আবার পাপ?

( রণবীর ও সিদ্ধিনাথের প্রবেশ )

রণ।—সখা! প্রভু! কেন এ বিষম ভ্রম, কেন এ সন্দেহ? কেন তুচ্ছ সন্দেহের মোহে, অকালে ঘটালে প্রভু হেন বিড়ম্বনা?

বিশ্ব।—রণবীর! ক্ষমা কর—কৃপা কর—দয়া কর মোরে। পাপী আমি, আর কেন ভাই? আর কেন জ্বাল ভাই সন্তাপ-আগুণ?

রণ।—প্রভু! এতদিন ছায়ারূপে ভ্রমিনু সতত
সখা তোমাকেই রাখিয়া সম্মুখে,
এই তার দিলে যোগ্য ফল!
প্রণয়ের বিষময় ঘোর পরিণাম দেখালে জগতে,
রচিলে কলঙ্ক-ডালি, তুলে দিলে শেষে সযতনে,
পরাইতে অভাগার শীরে;
ঘৃণার মুকুট নিজে পরিলে আপনি।
কি লজ্জা, কি ঘৃণা, ঘোর পরিতাপ!

মাতৃসম ভাবি যারে ভক্তিভাবে পূজিনু চরণ,
এই তার হলো পরিণাম ?
সিদ্ধিনাথ !
কেন এ ভীষণবহ্নি জ্বালিলে হৃদয়ে,
পুড়াইলে সবান্ধবে সন্দেহের ঘোর দাবানলে ?
কোন্ অপরাধে বল, করিলে এ শাস্তির বিধান ?

বিশ্ব।—এই সেই পাষণ্ড পামর।

এরই কথা দেববাক্য বলি করিয়ে বিশ্বাস,
আত্মনাশ—মনস্তাপ—জীবনে বহানু ঘোর বৈতরণি-ধারা।
পাতকি।— ( অসির আঘাত )

সিদ্ধি।—নির্দ্দোষে এ শাস্তি কেন দাও সেনাপতি—

(পতন)

শান্তি।—সেনাপতি ! রাজার আদেশ, রাজার বিধান,
অবিদিত নহে কিছু তোমার নিকটে ;
হত্যাকারী তুমি,
চৈতক শাসন ভার দিনু রণবীরে।
বন্দি তুমি, বিচারে যে শাস্তি হয় পাইবে অচিরে।
রক্ষি ! ধর, লও কারাগারে,
বাঁধ সিদ্ধিনাথে ত্বরা নরক-পিশাচে।

বিশ্ব।—রাজার শাসন-নীতি জানি সবিশেষ
কিন্তু মোর শেষ অনুরোধ, মন দিয়ে কর অবধান।
ইন্দিরার ঘোর পরিণাম,
অভাগার মন্দভাগ্য, নির্ব্বুদ্ধিতা, নৃশংসতা যত,
ঘোষণা করিও সবে পুরন্দরপুরে
ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে প্রমাণ সহিতে।

( ইন্দিরার প্রতি )

প্রিয়তমে !
যাও, চলে যাও অনন্তের সুখ শান্তিধামে ;
আদরে পূজিবে তোমা দেববালা দলে।
কিন্তু প্রিয়ে
ভ্রমেও প্রেমের ছবি এঁকো না হৃদয়ে !
আমি তুমি কিছু কিছু নয়,
সব ছায়াময়,
ঘোরে লোক ছায়ামূর্ত্তি রূপে !
দুদিনেই মায়া যায়,
ছায়া যায়,
ঢেকে যায় অন্তর বাহির,
ঘোর ঘন আঁধারের কোলে।

পাপী আমি, কাজ কি বিচারে,
কাজ কি বহিয়া হৃদে মর্ম্মান্তিক মনঃপীড়া ভীষণ-যাতনা ?
যাই চলে নরক-নিবাসে,
ভুঞ্জিতে পাপের ফল অনন্ত জীবন ধরি, নিরয় নগরে।
রণবীর ! ক্ষম অপরাধ !—
বসুন্ধরে !
নিষ্পাপ হউক তব স্নিগ্ধ শান্ত বক্ষঃস্থল,
আজ হতে—বিদায় বিদায়।

( তরবারীর আঘাতে আত্মনাশ )

সম্পূর্ণ।

## প্রকাশিত গ্রন্থাবলী।

সর্ব্বাপেক্ষা সুলভে প্রয়োজনীয় গ্রন্থসমূহ প্রকাশ করাই আর্য্য-সাহিত্য-সমিতি সংস্থাপনের উদ্দেশ্য। নিম্ন লিখিত পুস্তক সমূহ সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

### গণিত ও ফলিত জ্যোতিষ

বিনা শিক্ষকে শিখিবার উপযোগী

বহুবিধ চিত্রে অলঙ্কৃত

দ্বাদশ খণ্ডে ও আট খানি পরিশিষ্টে ৪১৬ পৃষ্ঠায়

# বরাহমিহির।

মূল্য মায় মাশুল ২৲ দুই টাকা।

### উপহার।

জন্মস্থান, জন্ম সন, তারিখ ও সময়াদি লিখিলে ভট্টপল্লির বিখ্যাত জ্যোতিষী শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র জ্যোতির্ভূষণ কর্ত্তৃক গণিত 'সরল কোষ্ঠি' প্রতি গ্রাহককেই বিনামূল্যে উপহার দেওয়া যায়।

বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি

শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

বহুবিধ নূতন কবিতা সম্বলিত

দুইভাগ কবিতাবলী (১৪ খানি গ্রন্থ) সহ

সমগ্র

# গ্রন্থাবলী।

মূল্য ২॥০ টাকা, উত্তম বাঁধাই ঐ তিন টাকা।

ভেলুপেবলে লইলে কমিশন ও মাশুল ।৵০ আনা অধিক লাগে।

---

রেণল্‌ড্‌স্‌ গ্রন্থাবলী।

# মেরী প্রাইস

বৃহৎ চারি পর্ব্বে সম্পূর্ণ হইয়াছে।

আকার বড় আড়ায় ৭০০ পৃষ্ঠা, ১০ খানা ছবি ও সুন্দর বিলাতী কাগজে ছাপা। এত বড় এক মুঠোর বোঝা মেরীপ্রাইসের দাম ১।০ পাঁচ সিকা।

মোট ... আনা।

B2660